

কৃষি সন্মেলনা



দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুদ্রণ

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ □ বর্ষ ৪ ৪৭ □ মার্চ-এপ্রিল □ ২০১৪ খ্রি. □ ১৭ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ □ ১৪২১ বঙ্গাব্দ □ পৃষ্ঠা ২০



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

সম্পাদকীয়

চলতি (২০১৩-২০১৪) উৎপাদন বর্ষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সারাদেশে কৃষক পর্যায়ে বোরো বীজ বিতরণ করেছে। এ বছর বিএডিসি ৫৮৪৬২ মেঃ টন বোরো বীজ বরাদ্দ দিয়েছে। বরাদ্দকৃত বীজের মধ্যে ৫৩৬৮১ মেঃ টন বীজ বিতরণ/বিক্রি করা হয়েছে বলে সংস্থার বীজ বিতরণ বিভাগ জানিয়েছে।

জাতীয় উৎপাদন, কৃষকদের উন্নয়ন ও সরকারের বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে বেগাল রেখে বোরো বীজ বিতরণ কার্যক্রম ঘাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য বিএডিসি'র শঙ্ক থেকে সরল রুক্ষম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে সমন্বিত বোরো বীজ ন্যায্যমূল্যে পেতে পারে সেজন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরোর বাস্পার ফলন ও সরকারের বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিএডিসি নিরপস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



বিএডিসি'র খামারে উৎপাদিত বোরো ধান

ভেতরের পাঠ্য

| | |
|--|----|
| কানাতা থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার মেঃ টন এমওপি সার আমদানি করছে বিএডিসি | ০০ |
| কুমিল্লায় একই গাছে শেকড়ে আলু ও কাঙে টমেটো | ০৪ |
| আইডিসি সাহায্যপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ক ম্যানুয়েল হালনাগাদকরণের ওপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত..... | ০৯ |
| পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি | ১১ |
| পাতার মাধ্যমে ধান গাছে ইউরিয়া/ নাইট্রোজেন প্রদান একটি কার্যকর পদ্ধতি বলে ত্রি এর গবেষণাতে প্রমাণিত | ১৩ |
| জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি | ১৬ |

যারা যোগায়
ফুঁধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

তত্ত্বাবধানেঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা- তাহমিনা বেগম, সম্পাদক- মেঃ জোফায়েল আহমদ, কন্ট্রোলিং- মোঃ আব্দুল হাফিজ, মুদ্রণ- প্রিন্টোলাইন

কানাডা থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার মেঃ টন এমওপি সার আমদানি করছে বিএডিসি



ছবিতে (বাম দিক থেকে) অদ্যাব্দ পুলক রঞ্জন সাহা, যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; Mr. Bill Doyle, Chairman Canpotex; Mr. Edward Fast, Minister of International Trade, GOC; সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ড. এস এম নাজমুল ইসলাম; Mr. Brad Wall, Premier, Gov of Saskatchewan, চেয়ারম্যান, বিএডিসি, মনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনভিসি, Mr. Martia Zablocki, President, CCC

রষ্টীয় পর্যায়ে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কানাডা থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ১ লক্ষ ২০ হাজার মেঃ টন এমওপি সার আমদানি করতে যাচ্ছে। বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনভিসি ও কানাডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশন (সিসিসি) এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট মিঃ মার্টিন জেবলকি এমওপি সার আমদানির লক্ষ্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন।

চলতি অর্থ বছরে এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও কানাডিয়ান

কমার্শিয়াল কর্পোরেশন (সিসিসি) এর মধ্যে গত ২৩ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

উল্লেখ্য গত ১৮ এপ্রিল থেকে



বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এবং ডঃ কানাডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশন (সিসিসি) এর প্রেসিডেন্ট মিঃ মার্টিন জেবলকি কর্তৃক এমওপি সার আমদানি চুক্তি স্বাক্ষর করেন

২৬ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কানাডার সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনভিসি, পরিকল্পনা কমিশনের মহাপরিচালক (সিপিটিইউ) অমৃতা কুমার দেবনাথ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পুলক রঞ্জন সাহা ও বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) মোঃ আবু হোসেন মোস্তা প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি কানাডা সফর করেন। সফরকালে প্রতিনিধি দল কানাডার Minister of International Trade, Mr. Edward Fast এর সঙ্গে কৃষি সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন।



বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) পদে মোঃ মোফাজ্জল হোসেন একই এম যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এমএফসি গত ০৩ মার্চ, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) পদে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি বিএডিসিতে সদস্য পরিচালক (বীজ ও উলান) পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (অফিসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোফাজ্জল হোসেন ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএসএস (স্নানার্স) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি বিসিএস (কর) ক্যাডরের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এমবিএ ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবন শুরু করার পর তিনি বিভিন্ন সময়ে কর বিজ্ঞান ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দেশে বিদেশে অংশগ্রহণ করেন। জনাব মোফাজ্জল হোসেন পাবনা জেলায় ভ্রমণগ্রহণ করেন।

কুমিল্লায় একই গাছে শেকড়ে আলু ও কাভে টমেটো বিএডিসি'র গবেষণার সাফল্য মিলেছে



কুমিল্লা জেলায় বৃষ্টিতে উপজেলায় 'বিএডিসি'র সৈয়দপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে উপস্থাপিত 'পমেটো' চাষ

কুমিল্লা জেলায় পদ্ধতিতে একই গাছে শেকড়ে আলু ও কাভে টমেটো চাষে ব্যাপক ফল পাওয়া গেছে। কুমিল্লায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) এক গবেষণার এ কথা জানা গেছে। আলু ও টমেটোর চাষের সঙ্গে হাকটিং পদ্ধতিতে 'পমেটো' (পমেটো+টমেটো=পমেটো) উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জেলার বৃষ্টিতে উপজেলায় সৈয়দপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে বীজতলায় গবেষণা চালিয়ে পমেটো নামের এ ফল সবধরনের চাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। সক্রিয় সূত্রে জানা যায়, একই গাছে মাটির ওপরে কাভে ফলোয়ে উন্নতমানের বড় আকারের আলু টমেটো। ওই গাছের মাটির নিচের অংশের শিকড়ের ভেঁজে ভেঁজে বড় আকারের আলু ফলোয়ে। একই গাছে আলু ও টমেটো ফলনের এ পদ্ধতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বিএডিসি। একই সময়ে ডাঃমত জ্ঞানের আলু এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে 'হাইব্রিড নফল' ও 'উকশী রতন' জাতের টমেটোর বীজতলায় আলু ও টমেটোর বীজ বপন করা হয়। বীজতলা তৈরির আগে তালুর জমিতে দুই থেকে তিনবার হালকা স্কেচ দিতে হয় এবং টমেটোর বীজতলায় বাঁধার দিয়ে একইভাবে স্কেচ দিতে হয়। বীজতলায় উভয় চাষের বয়স ২২ দিন হওয়ার পর গ্রাফটিং পদ্ধতিতে আলু চাষের সঙ্গে টমেটোর চাষের গ্রাফটিং বা ফটিল জোড়কলম করা হয়। গ্রাফটিং করার পাঁচদিন ও ২০ দিন পর আবারও স্কেচ দিতে হয়। আলু চাষের সঙ্গে টমেটোর চাষের গ্রাফটিং বা ফটিল জোড়কলম করার ১২ দিনের মাঝারি আলু চাষের সঙ্গে টমেটোর জোড়কলমে ফল ফেটে। এভাবে একই গাছের মাটির নিচে আলু ও ওপরে ফলোয়ে টমেটো, যা এ উদ্যান কেন্দ্রের সফল উদ্ভাবনী গবেষণার এক চমকপ্রদ সাফল্য। সৈয়দপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের উপপরিচালক ও গবেষক মোঃ নিগার হায়লার খান জানান, একই গাছে টমেটো ও আলুর এ চাষ পদ্ধতিতে প্রত্যাশার চেয়েও অধিক ফল অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ চাষ স্বল্প পরিসরে বাড়ির আড়িনা বা কবনের ছাদে করা যাবে। গ্রাফটিং (জোড়কলম) পদ্ধতির এ চাষ পেশাদার সবজি চাষীদের সহো বিস্তারিত জমিতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে করা যাবে না। শহর বা অতিক্রান্ত এলাকার সল্প পরিসরে জায়গায় শৌখিন গোকমলের জন্য এ পদ্ধতিতে 'একের ভেতর দুই' হিসেবে পমেটো চাষ অত্যন্ত সুবিধাজনক। গবেষক মোঃ নিগার হায়লার খান আরও জানান, একই গাছে আলু ও টমেটোর চাষ পদ্ধতি দেখার জন্য অতিক্রান্ত মহলের ভবন মালিক ও সবজি চাষে শৌখিন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সোকজন এ উদ্যান প্রতিদিন আসছেন এবং তারা বাড়ির আড়িনা ও কবনের ছাদে 'পমেটো' চাষে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করছেন।



বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) পদে মোহাম্মদ মাহফুজুল হক এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক গত ০৩ মার্চ ২০১৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (অর্থ) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদে প্রায় ৪ (চার) বছর সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক চতুর্থ বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞান বি.কম (অনার্স) ও এম.কম ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডরের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইতিপূর্বে সহকারী কমিশনার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেডিনিউ চেপুটি কালেক্টর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপসচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিচালক বাসাবাড়ুক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ইউনিট এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার নিজ জেলা লোহালী।

শেরপুরে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের প্রস্তাবিত "রাবার ড্যাম" সাইট পরিদর্শন

গত ১৬-০৪-২০১৪ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার চেচাখালী নদীর উপরে প্রস্তাবিত "রাবার ড্যাম" সাইট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় অফিসারদের সাথে রাবার ড্যাম নির্মাণের কারিগরী দিক নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় প্রধান প্রকৌশলী (ফুডসেচ) জনাব মোঃ খালিদুর রহমান অ্যানালা উপস্থিত ছিলেন।

টেলিফোন নম্বর পরিবর্তন
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি লাক্ষীপুর জেলার বীজ বিক্রয় কেন্দ্রের টেলিফোন নম্বরটি পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ০৩৮১-৬১০০৫ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলীর (ফুডসেচ) জামালপুর ও শেরপুর জেলার ফুডসেচ কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২২-০৩-২০১৪ তারিখে বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ফুডসেচ) জনাব মোঃ খালিদুর রহমান জামালপুর ও শেরপুর জেলার ফুডসেচ কার্যক্রমের বিভিন্ন স্থাপনা ও গভীর নলকূপ এর পাশ্চাত্য পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি শেরপুর জেলার শ্রীবির্দি উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত ৪ ইঞ্চি পর্যবেক্ষণ নলকূপের স্ট্যাটিক ওয়টার লেভেল পরীক্ষার হাফ চার্ট পর্যবেক্ষণ করেন। তাছাড়া জামালপুর জেলার সদর উপজেলার কোটামনি গভীর নলকূপ ক্ষীমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ ও পাশ্চাত্য পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন প্রকল্পের দপ্তরের ঠিকানা

সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নধীন "বিএডিসি'র বিন্যাস সার ওদামসমূহের রক্ষনাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প" এর প্রকল্প অফিস কৃষিত্বন, ৭ম তলা এ স্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সফলকে নিম্নে প্রদত্ত ঠিকনায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
বিএডিসি'র বিন্যাস সার ওদামসমূহের রক্ষনাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (বিএডিসি সার প্রকল্প)
সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ৭ম তলা, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিগদুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন : ০২-৯৫৫০৮৮৬ ই-মেইল : pd.fertilizer.badc@gmail.com

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৭০,৪১৭ মে. টন সার বরাদ্দ

গত দুই মাসে বিএডিসি'র অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি/২০১৪ মেট্রি ৭০,৪১৭ মে. টন সার বরাদ্দ নিয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে, ৬৬,৫৭৫ মে. টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ১২,৪১৫ মে. টন, এমওপি ৫৫,৬৭২ মে. টন, এবং ডিএপি ২,৩৩০ মে. টন। ৩১/০৪/২০১৪ তারিখে মজুল সারের পরিমাণ ৩,৭৭,৪৭১ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে শ্রান্ত প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শৌক সংবাদ

“মুগ্ধম মার ব্যবহার করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন”

- * উপপরিচালক (বীজ বিপণন) এর কার্যালয়, বিএডিসি, দিন্দারপুর জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি, পঞ্চগড় দপ্তরের নিরাপত্তা শ্রহরী জনাব মোঃ মুরাদুল্লাহমান গত ২৮-০৪-২০১৪ তারিখে ইস্তেকাল করেন। (ইল্লালিদ্দাহি..... রাজিউন)।
- * সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ/জ এবং প, ল্যাব) এর দপ্তর, বগুড়া জোনের আওতাধীন শিবপল্ল (ফুডসেচ) ইউনিটে কর্মরত উচ্চতর উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইয়াছিন তালী শেখ গত ০৩-০৩-২০১৪ তারিখে ইস্তেকাল করেন। (ইল্লালিদ্দাহি..... রাজিউন)।
- * সহকারী প্রকৌশলী (সওকা/জএবংপ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, রংপুর জোনের আওতাধীন মিঠাপুকুর (ফুডসেচ) ইউনিট দপ্তরে

- কর্মরত দারোয়ান জনাব ওলী মোহাম্মদ কাপার রোপে অক্রান্ত হয়ে গত ১৫-০৩-২০১৪ তারিখে ইস্তেকাল করেন। (ইল্লালিদ্দাহি..... রাজিউন)।
- * উপপরিচালক (বীজ বিপণন) এর কার্যালয়, বিএডিসি পটুয়াখালী জোনের আওতাধীন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিএডিসি, বরগুনা দপ্তরে কর্মরত অফিস পিয়ন জনাব মোঃ আব্দুল হাশিম গত ২৭-০৪-২০১৪ তারিখে ইস্তেকাল করেন। (ইল্লালিদ্দাহি..... রাজিউন)।
- * সহকারী প্রকৌশলী (ফুডসেচ/ডালিসেপ্র) এর কার্যালয়, বিএডিসি, মহম্মনসিংহ জোনের দারোয়ান জনাব সুলতান উদ্দিন গত ৭-৪-২০১৪ তারিখে ইস্তেকাল করেন। (ইল্লালিদ্দাহি..... রাজিউন)।

চলতি মৌসুমে আলু বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৫ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ উৎপাদন মৌসুমে উৎপাদিত ও সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণী, জাত ও প্রজন্মের আলু বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

| বীজের উৎস | জাত | বীজের শ্রেণী | বীজের প্রেত | সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেন্জি) |
|---|---------|--------------------------|---|---|
| ক। চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন (স্থানীয় ভিত্তি বীজ দ্বারা উৎপাদন) | সকল জাত | প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত | 'এ' প্রেত(২৮-৪০ মিঃ মিঃ) 'বি' প্রেত(৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) | ১৬.০০ (খোল) টাকা ১৫.০০ (পনের) টাকা |
| খ। সংস্থার খামার (ত্রীভাষ/খামারস্বীকৃত বৈদিক বীজবালু দ্বারা উৎপাদন) | সকল জাত | ভিত্তি স্টেজ-১ | 'এ' প্রেত(২৮-৪০ মিঃ মিঃ) 'বি' প্রেত(৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) আভারনাইজ(২০-২৭ মিঃ মিঃ) ওজরনাইজ (৫৬-৬০ মিঃ মিঃ) | ১৬.০০ (উনিশ) টাকা ১৮.০০ (অষ্টার) টাকা ১৯.০০ (উনিশ) টাকা ১৪.০০ (চৌধ) টাকা |
| গ। সংস্থার খামার (টিপিএস দ্বারা উৎপাদন) | সকল জাত | মানঘোষিত (সিভিলিং টিউবর) | 'এ' প্রেত(১৫-২৫ মিঃ মিঃ) 'বি' প্রেত(২৬-৩৫ মিঃ মিঃ) | ১৮.০০ (অষ্টার) টাকা ১৭.০০ (সতের) টাকা |
| ঘ। প্রকল্পের খামার (খিনি টিউবার দ্বারা উৎপাদন) | সকল জাত | ত্রীভাষ | 'এ' প্রেত(২৮-৪০ মিঃ মিঃ) 'বি' প্রেত(৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) আভারনাইজ(২০-২৭ মিঃ মিঃ) | ৫৮.০০ (অট্টাল) টাকা ৫৬.০০ (ছাপান) টাকা ৫৮.০০ (অট্টাল) টাকা |
| ঙ। স্বকল্পের খামার (প্র্যাকটিক দ্বারা উৎপাদন) | সকল জাত | খিনি টিউবার | সকল প্রেত নির্বিশেষে | ৫৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা |
| চ। নিজস্ব খামার, কৃষি বীজ উন্নয়ন প্রকল্প ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প | সকল জাত | প্র্যাকটিক | - | ১২.০০ (বার) টাকা (প্রতিটি) |

গম ও ভুট্টা বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৫ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ উৎপাদন বছরে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতের গম ও ভুট্টা বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

| ক্রম নং | বীজ ফসলের নাম | বীজের জাত | বীজের শ্রেণী | সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেন্জি) |
|---------|---------------|-----------|----------------------|----------------------------|
| ১ | গম বীজ | সকল জাত | ভিত্তি স্টেজ-১ | ৩৪.০০ (চৌত্রিশ) |
| | | | ভিত্তি স্টেজ-২ | ৩৩.০০ (তেরিশ) |
| | | | প্রত্যায়িত/মানঘোষিত | ৩২.০০ (বত্রিশ) |
| ২ | ভুট্টা বীজ | শৈ ভুট্টা | ভিত্তি | ৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) |
| | | হাইব্রিড | মানঘোষিত | ৭০.০০ (সত্তর) |

চলতি মৌসুমে উৎপাদিত সরিষা, সূর্যমুখী, মসুর, ছোলা, খেসারী, মটর ও ফেলন বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ উৎপাদন বছরে রবি মৌসুমে উৎপাদিত সরিষা, সূর্যমুখী, মসুর, ছোলা, খেসারী, মটর ও ফেলন বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

| ক্রমিক নং | বীজের নাম | বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেন্জি) | |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------|
| | | ভিত্তি | মানঘোষিত |
| ১। | সরিষা-পিংগল (টরি ৭, বারি সরিষা -৯,১১, বিনা ৪,৫,৭,৮, বিএডিসি ১) | ৫৩.০০ (তিপ্পান টাকা) | ৫১.০০ (একান্ন টাকা) |
| | | ৫৫.০০ (পঞ্চাশ টাকা) | ৫৩.০০ (তিপ্পান টাকা) |
| ২। | সূর্যমুখী | ৫২.০০ (বায়ান্ন টাকা) | ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) |
| ৩। | মসুর | ৮০.০০ (আশি টাকা) | ৭৮.০০ (অট্টাল্পর টাকা) |
| ৪। | ছোলা | ৬০.০০ (ষাট টাকা) | ৫৮.০০ (অট্টাল টাকা) |
| ৫। | খেসারী | ৩৬.০০ (ত্রিশ টাকা) | ৩৪.০০ (চৌত্রিশ টাকা) |
| ৬। | মটর | ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) | ৪৮.০০ (অট্টাল্পর টাকা) |
| ৭। | ফেলন | ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) | ৪৮.০০ (অট্টাল্পর টাকা) |

বীজ উৎপাদনে আশার সঞ্চারণ দশমিনায় লবণ সহিষ্ণু ধান সবজির সফল আবাদ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে লবণ সহিষ্ণু ফসলের বিপুল আবাদ হয়েছে। খামারের মাঠ ভূদ্রে এখন এই ধান ও সবজীর ছড়াছড়ি। ইতিমধ্যে গুখু ধানবীজ ৩শ' টন উৎপাদন করা হয়েছে। আগামী বছর এ বীজ কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার পূর্ব পার্শে তেঁতলিয়া নদীর তীরে চরবীশবাড়িয়ায় এক হাজার ৪৪ দশমিক ৩৬ একর জমিতে বীজ বর্ধন খামার। ওই খামারে ইতিমধ্যে বাগ, গম, ছোঁয়া, আলু, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের মৌসু বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। গত রবি মৌসুমে নতুন এ খামারে বীজ উৎপাদন শুরু হয়। প্রাকৃতিক প্রতিরূক্ষ অর্থাৎ

ধরা বা লবণসহিষ্ণু জাতের ৩শ' মেট্রিক টন আমন ধানের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। এসব ধানের মধ্যে রয়েছে বিআর-৫২, ৫৬ এবং বালাম, সাল মেটা ও কুটী অগ্রহায়নী ধান। এই ধান বীজ বরিশালে সংরক্ষণের জন্য বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। আগামী আমন মৌসুমে এ ধানের বীজ কৃষক পর্যায়ে ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে বর্তমানে বোরো মৌসুমে খামারে প্রায় ১৩ একর জমিতে লবণসহিষ্ণু ত্রি ধান-২৮, ৪৭, বিনা-৮, ১০ জাতের ধান বীজের চাষ করা হয়েছে। এমনকি প্রায় দেড় একর জমিতে হাইব্রিড শেরিকা মিউট্যান্ট, সেরিকা-১ ও ১০' জাতের ধানও চাষ করা হয়েছে। এছাড়া মসুর, মৃগ, সরিষা, তিল, খেসারি, আলু, ফেরন, চীনা ও সূর্যমুখিসহ ডাল ও ফেল জাতীয় ফসলের চাষ করা হয়েছে। প্রায়

ছয়শ চার একর জমিতে চাষ করা এসব ফসল থেকে ভাল মানের বীজ উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে খামারে ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হচ্ছে।

দশমিনা বীজ বর্ধন খামার প্রকল্পের পরিচালক মিজানুর রহমান বলেন, নানা শতিকুলতার মধ্যেও খামারে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে। দুর্ভোগসহিষ্ণু জাতের ফসলের পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলের হাবিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী বালাম চাল পুনরুজ্জীবিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য। খামারে উৎপাদিত দুর্ভোগ সহিষ্ণু ও মানসম্মত বীজ সরবরাহের মাধ্যমে এই অঞ্চলে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো এবং খাল নিরাপত্তা নিশ্চিত এই বীজ বর্ধন খামার বিশেষ

অবদান রাখবে। ২০১৩ সালের ১১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় আড়াইশ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএডিসি'র বাস্তবায়নে এ বীজ বর্ধন খামার প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। চার হাজার একর জমি প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা থাকলেও প্রাথমিকভাবে প্রায় ১১শ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন অবকাঠামোর কাজ চলছে। ইতিমধ্যে অফিস ভবন, পাঁচশ টন ধারণক্ষমতার গুদাম, সানিং ড্রোর (ধান শুকানোর মাঠ), কার্ভার প্রেসিং ড্রোর (মাড়াই মাঠ) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কর্তৃক প্রকল্প এলাকার নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী খনন কাজ চলছে।

সংকলিত: দৈনিক সংবাদ
২৫-০৪-২০১৪

ঝালকাঠিতে সাড়া ফেলেছে ভূগর্ভস্থ সেচ নালা

ঝালকাঠি জেলায় ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে ভূগর্ভস্থ সেচ নালা প্রকল্প। বোরো মৌসুমে আবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু হচ্ছে। এ বছর জেলায় তিনটি প্রকল্প চালু হয়েছে, আরও ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূগর্ভস্থ সেচ নালা প্রকল্প বাস্তবায়নে পানির অপচয় রোধ ও সেচ খরচ সাশ্রয় করে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। যেসব এলাকায় এই প্রকল্প চালু হয়েছে, তার আশপাশের কৃষকরা এই সুযোগ-সুবিধা দেখে আত্মহী হয়েছেন এবং এ প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রকল্প ব্যবহার করে বোরো ধান কর্তনের পরে রবি মৌসুমে ধুলট কৃষি কাজেও কৃষকরা সুবিধা নিচ্ছে। গত ২ বছর ধরে বিএডিসি ও

আইএপিপি প্রকল্পের সহযোগিতায় ১০টি এবং বিএডিসি নিজস্বের অর্থায়নে কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় ভূগর্ভস্থ সেচনালা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে। ঝালকাঠি সদর উপজেলায় একটি ও নলছিটি উপজেলায় দুটি ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা চালু করা হয়েছে। ঝালকাঠি সদর উপজেলার নবহাম, বিনয়কাঠি, কেওড়া এবং নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা, মোক্তারহাট, কুশংগল, ও দপদপিত্তা ইউনিয়নে ১০টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একটি ভূগর্ভস্থ সেচ নালায় আওতায় ৩০-৮০ একর জায়গায় বোরো মৌসুমে সেচ সুবিধার আওতায় আনা যায়। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার হাইটপাকিয়া গ্রামে

আইএপিপি প্রকল্পের সহযোগিতায় ভূগর্ভস্থ সেচ নালা সোনালি সেচ প্রকল্প চালু হয়েছে। এর আওতায় এ বছর ২২ একর জমিতে বোরো চাষাবাদ হয়েছে। এই জমির পাশে আরও ৮০ একরের অনুরূপ একটি ক্ষেতে ভূগর্ভস্থ সেচ নালা প্রকল্প চালু করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সোনালি ভূগর্ভস্থ সেচ নালা প্রকল্প এর আওতায় ২২ একরে ২৭ কৃষক সুবিধা পাচ্ছে। এ ছাড়াও এই প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী পুঁজি গঠনের জন্য কৃষকদের মাসিক ১০ টাকা হারে সমবায় ভিত্তি টাকা দিয়ে এই সেচ প্রকল্প বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হাইটপাকিয়া সোনালি ভূগর্ভস্থ সেচ নালা প্রকল্পের সমিতিভুক্ত ম্যানেজার ও এই

ভূগর্ভস্থ সেচ নালা ভূস্বাধিকারী মনির হাওলাদার জানান, তার এই প্রকল্প চালু হওয়ার পরে এলাকার আশপাশের কৃষকদের মধ্যে অগ্রহ বাড়বে। ঝালকাঠি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ মজিবুল হক মিয়া জানান, ঝালকাঠি জেলায় এই সেচ নালা প্রকল্প কৃষকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। নালা কটার কলে যে জমি কৃষি নষ্ট হয় তা পাকা নালা করে রোধ করা এবং পানির অপচয় কমানো এবং প্রয়োজন মাসিক বিভিন্ন কৃষকের ক্ষেতে পানি সরবরাহ এই প্রকল্পের সুবিধা থাকায় কৃষকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

সংকলিত: দৈনিক সংবাদ
৩১-০৩-২০১৪

আইডিবি সাহায্যপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে ডাল ও তৈল বীজ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ডাল ও তৈল বীজ প্রকল্পে যে দু'টি প্রধান কাজ করা হচ্ছে, তা হলো - (ক) চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন করা; (খ) উৎপাদিত বীজ প্রকল্পের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে প্রক্রিয়াজাত করে বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা। তাই ডাল ও তৈল বীজ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের চুক্তিবদ্ধ চাষী ব্যবস্থাপনা এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে দক্ষতা থাকা দরকার। দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে হালনাগাদকৃত চুক্তিবদ্ধ চাষী ম্যানুয়েল এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ম্যানুয়েল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

গত ৯-১০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বীজ ভবনস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হালনাগাদকৃত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

ম্যানুয়েল এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ম্যানুয়েল ব্যবহার করে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর ৩০ জন যুগ্মপরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং উপসহকারী পরিচালকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনজিপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে 'মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প' এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহঃ আজহারুল ইসলাম জানান, আইডিবি'র ঋণের টাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। তিনি প্রশিক্ষণের দ্বারা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঋণের সর্বোত্তম ব্যবহারের আবেদন জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার চেয়ারম্যান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ওপর ধন্যবাদ

আরোপ করেন এবং প্রশিক্ষণে আহরিত জ্ঞান ও দক্ষতা বীজ শিল্প উন্নয়নে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণের ধন্যবাদ ব্যাখ্যা করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগ জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল কাফী, যুগ্মপরিচালক বীজ পরীক্ষাগার ড. একেএম আব্দুল আজিজ, খান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শ্রী আবতোষ লাহিড়ী, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সীড সাপ্লাই এ্যাক্ট মনিটরিং এন্ড্রপোর্ট ড. মোঃ নজমুল হুদা ও সংস্থার অন্যান্য

কর্মকর্তাবৃন্দ। ডাল ও তৈল বীজ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

প্রশাসনিক, আর্থিক এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ম্যানুয়েলে কি কি বিষয় রয়েছে এবং কি কি বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে, বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য ধাপে ধাপে কি কি করণীয় তা বিশদ আকারে আলোচিত হয়। ম্যানুয়েলে বর্ণিত বিষয়াদি ব্যক্তিরেকে বীজ নীতি ও বীজ বিধি সংক্রান্ত পুস্তক এবং বীজ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ম্যানুয়েল ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে লক্ষ জ্ঞান সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন সংস্থার সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনজিপি।

পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি (১২ এর পাতার পর)

দেশি ও তোষা উভয় জাতের পাটের শতকরা ৭০ ভাগ ফল (তবে ফায়ুনী জাতের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ) বাদামী রং ধারণ করলে পাটের গোড়া সমেত কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রোগাক্রান্ত পাছ থেকে কোন অবস্থাতেই বীজ সংগ্রহ করা না হয়।

ফলম (কেজি/হেক্টর)
(১) সরাসরি বীজ বপণ পদ্ধতি : ৫০০-৬০০
(২) কাঁচ ও তণ্ডা রোপণ পদ্ধতি : ৬০০-৮০০
(৩) চারা রোপণ পদ্ধতি : ৪০০-৫০০
(৪) প্রচলিত পদ্ধতি : ৩০০
বীজ সংরক্ষণ

বীজ শুকানোর পর ছায়ার বীজ রেখে ঠান্ডা করতে হবে। বীজ ঠান্ডা হলে বায়ুরোধী পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। উত্তম পাত্র হিসাবে ঢাকনা যুক্ত গাটিকের পাত্র, কাচের পাত্র, পাতের বস্তা এবং টিনের যে কোন পাত্রে বীজ সাময়িক সংরক্ষণের পর দ্রুত প্রসেসিং গ্র্যান্টে প্যাকিং করে বিতরণের

জন্য বিপণন তৎপরসমূহে প্রেরণ করা হয়। যেহেতু পাট বীজ Low volume and high value seeds তাই, মৌসুম শেষে অধিকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রয়ের জন্য ডিহিউমিডিফাইড ওদ্যামে সংরক্ষণ করা হয় যাতে বীজ মন বজায় থাকে।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ক ম্যানুয়েল হালনাগাদকরণের ওপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ২০-২১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে গাবতলীস্থ বীজ ভবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ক ম্যানুয়েল হালনাগাদকরণের জন্য বীজ আলু বিভাগের কর্মকর্তাদের দু'দিন ব্যাপী এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হত। ওয়ার্কশপে বীজ আলু বিভাগের দুইজন যুগ্মপরিচালক, ১৮ জন উপপরিচালক এবং সদর দপ্তরের ১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন বিএডিসির সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনজিডি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহাম্মদ তাজহারুল ইসলাম জানান আইডিবি'র স্বপ্নের টাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। তিনি প্রশিক্ষণের লক্ষ্য জ্ঞান বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বপ্নের সর্বোত্তম ব্যবহারের আবেদন জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং

বসড় ম্যানুয়েলসহ আহরিত জ্ঞান ও দক্ষতা হালনাগাদকরণের জন্য তাদের অভিজ্ঞতা ও মেধাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক বলেন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি সুবিন্যস্ত ম্যানুয়েলের প্রয়োজন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিটিপি রূপস) জনাব মোঃ আতউর রহমান ম্যানুয়েলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক কটাক্সি মৌয়ার্স বিভাগ জনাব মোঃ হাজরন অর রশিদ পাটোয়ারী, যুগ্মপরিচালক, বীজ পরীক্ষাগার ড. একেএম আব্দুল আজিজ, ধান, গম ও ছোট উল্লভের বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শ্রী আশুতোষ সাহিত্তী ও মানসম্পন্ন



অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বীজ উইয়ের মহাপরিচালক জনাব আনোয়ার কাকর

বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সীড সাপ্লাই গ্র্যান্ড মনিটরিং এক্সপার্ট ড. মোঃ নজরুল হুদা ও সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বীজ উই এর মহাপরিচালক এবং মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব আনোয়ার ফারুক বীজ আলু সরবরাহের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন এ ওয়ার্কশপে চূড়ান্তকৃত বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ ম্যানুয়েলটি ব্যবহার করে বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ আরও সুসংহত করা সম্ভব হবে। তিনি সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

ম্যানুয়েলটি হালনাগাদ করার জন্য সংশ্লিষ্ট যুগ্মপরিচালক ও উপপরিচালকদের নিয়ে সংগঠিত একটি ওয়ার্কশপে দু'দিন ধরে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

এছাড়াও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের মতামত নেয়া হয়। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্যাদি সংশোধন ও সংযোজিত করে ম্যানুয়েলের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা জনাব আব্দুল হাই এবং জ্যেষ্ঠ চম্পু সরকার ওয়ার্কশপের দু'দিন উপস্থিত থেকে ওয়ার্কশপের আলোচনার তাদের মূল্যবান মতামত হাদান করেন। কনসাল্টিং ফার্ম বেটস্ এর ট্রেনিং স্পেশালিষ্ট প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক, বিএডিসি জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ উপস্থিত থেকে কার্যক্রম মনিটরিং করেন।

পরবর্তীতে হালনাগাদকৃত ম্যানুয়েলটি মুদ্রণ করা হবে এবং হালনাগাদকৃত ম্যানুয়েল ব্যবহার করে বীজ আলু বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষিত জনগণ এ ম্যানুয়েল ব্যবহার করে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কনসে বিএডিসির বীজ আলু সরবরাহ একটি পরিপূর্ণ মাত্রা পাবে বলে আশা করা যায়।



অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসির সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনজিডি

চিত্র বিবর্তনীর কার্যক্রম



মেরপুর জেলার নাশিকাবাড়ী উপজেলার চৌকাঙ্গালী নদীর উপরে প্রস্তাবিত 'গাবার ড্যাম' বাইটে পরিদর্শন করেন 'বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হাবিব উদ্দিন আহমেদ এনডিসি।

কুমিল্লা চাঁদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএডিসি কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনোয়ার হারকক



কুমিল্লা চাঁদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএডিসি কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানন ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনোয়ার হারকক

পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি

ড. বশির আহমেদ, উপব্যবস্থাপক(পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা

সত্তর দশকে দেশে প্রায় ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট উৎপাদিত হতো। বর্তমানে পাটের আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর। দেশি জাতের আবাদ কমছে এবং নতুন উদ্ভাবিত তোষা পাটের জাতগুলোর চাষাবাদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোষা পাট বীজের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় মোটেই বৃদ্ধি পায়নি কারণ তোষা জাতের বীজ দেশি পাটের মত প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদন করা যায় না। ফলে চাহিদা পূরণের জন্য বৈদেশিক পথে ভারত হতে প্রতিবছর সচুর পরিমাণ বীজ আসছে যার মনের কোন নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৪.০-৪.৫ হাজার মেট্রিক টন পাট বীজের দরকার হয়। পাট বীজের চাহিদার মাত্র ৩০-৩৫ ভাগ অর্থাৎ ১২০০-১৫০০ মে. টন বীজ সরকারী ভাবে বিএডিসি এককভাবে সরবরাহ করে থাকে। বীজের চাহিদা পূরণে প্রতি বছর প্রায় ১০০০ টন থেকে ১৫০০ টন পাট বীজ বেসরকারী ভাবে আমদানি করা হতে থাকে। দেশি জাতের পাট বীজের চাহিদার সবটাই (প্রায় ৮০০ টন) বিএডিসি পূরণ করে থাকে দেশের মোট প্রমশক্তির ১০% পাট খাতে নিয়োজিত এবং ২৫ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাটের উৎপাদন, বানিজ্য এবং পিল্লের সাথে জড়িত। পাটের প্রাথমিক বাজার মূল্য বাবদ ২০০০-২৫০০ কোটি টাকা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয় যা রবি ফসলের পুঁজির যোগান দেয়। পাটের উপজাত হিসেবে প্রতি বৎসর ২২-২৪ লক্ষ টন নব্যায়নযোগ্য পটিমুড়ি উৎপন্ন

হয়। তবে আশার কথা বিশ্বায়নের এ যুগে মানুষ অধিকতর পরিবেশ সচেতন হওয়ায় কৃত্রিম তন্ত্র উপর অনীহা এবং প্রাকৃতিক তন্ত্র হিসেবে পাটের উপর মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।
পাট বীজের বর্তমান অবস্থা :
 পাট বীজের ৪টি অংশ (Components) - বাংলাদেশে ৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন :
 ১। ফসল/বীজ উন্নয়ন (Seed Improvement) প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট(BJRI)।
 ২। বীজ বর্ধন (Multiplication) : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)
 ৩। বীজ বাজারজাতকরণ (Marketing /Distribution) : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)
 ৪। মান নিয়ন্ত্রন (Controlling Institution) : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (SCA)
 বাংলাদেশে ৬০-৭০ দশকে পাট বীজের ঘাটতি ছিল না। সে সময়ে প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে দেশি ও ২০ ভাগ জমিতে তোষা পাট আবাদ হতো এবং দেশেই প্রয়োজনীয় পাট বীজ উৎপাদন হতো। আপ্যম বরণযোগ্য তোষা পাটের জাত উদ্ভাবন এবং অধিক ফসল ও মূল্য বেশি পাওয়ার বর্তমানে প্রায় ৮০ভাগ জমিতে তোষা পাটের চাষ হচ্ছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় বীজ উৎপাদিত হচ্ছে না বলে দেশে পাট বীজের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।



রোপণের জন্য প্রস্তুতকৃত কাচ বা ডগা

পাট ও পাট বীজ ফসলকে দুইটি আলাদা কসল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
 (ক) অর্ধ ফসল-চৈত্র-বৈশাখ বপন করে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কর্তন করা হয়। এ সময়ে দিনের দৈর্ঘ্য ১২-১৩ ঘন্টা, তাপমাত্রা ২০০প - ৩৫০প এবং বাতাসের আদ্রতা ৬০% শ থেকে ৯০% থাকে যা পাট গাছের দৈনিক বৃদ্ধির জন্য উপযোগী।
 (খ) বীজ ফসল-ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বপন করে অগ্রাহরণ-পৌষ মাসে কর্তন, এ সময়ে দিনের দৈর্ঘ্য ১১.৪৫ ঘন্টা- ১০.৩০ ঘন্টা, তাপমাত্রা ২২০প থেকে ১০০প এবং বাতাসের আদ্রতা শতকরা ৭৫% থেকে ৫০% যা পাট গাছের ফুল ধরায় জন্য উপযোগী (Day sensitive)।
পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি
 ক) প্রচলিত পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি
 খ) নারী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি :
 (১) সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি, ২) কাচ ও ডগা রোপণ পদ্ধতি, ৩) চারা বোপণ পদ্ধতি ও (৪) সাধী ফসল পদ্ধতি

ক) প্রচলিত পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি
 চৈত্র-বৈশাখ মাসে আঁশের জন্য পাট উৎপাদন করে অর্ধ ফসল করার সময় জেতের কোথায় অল্প কিছু পায় রেখে বীজ সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে প্রচলিত পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি বলে। এই ভাবে উৎপাদিত বীজের গুণগত মান ভাল হয় না।
 খ) নারী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি :
 এটি পাট বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। মেটামুটিভাবে ৪টি পদ্ধতিতে নারী পাট বীজ উৎপাদন করা যায়। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে:
 ১) সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি বপন সময় : শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকে ভাদ্র মাসের শেষ সময়ের মধ্যে পাট বীজ বপন করতে হয়। তবে তোষা জাতের পাট বীজ আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বপন করা হয়। বীজের হার : সরিতে বপন করলে প্রতি হে ২.৫ কেজি এবং ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হে ৪ কেজি বীজ বপন করতে হবে।
 (নারী জন্মে ১২ এর পাছত)

পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি (১১ এর পাতার পর)

২) কাড ও ভগা রোপন পদ্ধতি
ভগা সংগ্রহের সময় ৫ শ্রাবণ মাসে আশ ফসলের জমি থেকে সুস্থ ও সবল গাছ যে সব মাতৃগাছে ফুল ধরে নিষ্কৃত কিছু দিনের মধ্যে ফুল আসবে সেসব গাছের কাড ও ভগা নির্বাচন করতে হবে। গাছগুলো ধারালো চাকু বা বেডের সাহায্যে তেরটা করে দৈর্ঘ্য ২০-২৫ সেঃ মিঃ বা ৮-১০ ইঞ্চি কেটে নিতে হবে ভগা কাটার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কাটা জায়গা খেতলে না যায়। যেদিন ভগা সংগ্রহ করা হয়েছে সেদিনই উহা ফেন রোপণ করা হয়। তবে মেঘলা দিনে বা গভৃত রোদে ভগা রোপন করা উত্তম। ভগা/কাড সারি করে রোপণ করতে হবে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেঃ মিঃ বা ১ ফুট এবং ভগা থেকে ভগার দূরত্ব ১০ সেঃ মিঃ বা ৪ ইঞ্চি। প্রতিটি ভগার প্রায় ৫ সেঃ মিঃ বা ২ ইঞ্চি পরিমাণ অংশে ৪৫ ডিগ্রী কোণে অর্থাৎ তীর্থকভাবে মাটির নিচে পুতে দিতে হবে।

৩) চারা রোপন পদ্ধতি
বীজ তলায় বীজ বপন করে চারা উৎপন্ন করা হয়। বীজতলার আকার হবে দৈর্ঘ্য ৩ মিঃ ও প্রস্থ ১ মিঃ। শ্রাবণ মাসের মধ্যে বীজতলার ৫০-১০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। বীজ তলার চারার বয়স ২৫-৪০ দিন হলে চারাগুলো রোপণ উপযুক্ত হয়। শ্রাবণ মাসে বপনকৃত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা ভাদ্র মাস থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করা যায়। বীজতলা থেকে চারা তুলে নিয়ে হাওয়ার রাশতে হবে। প্রতিটি চারার ভগার ২/৩ টি পাতা রেখে অন্যান্য সব পাতার বোটা বাদে বাকী অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হবে। বীজতলা থেকে যেদিন চারা তুলে হবে ঐদিনই মূল জমিতে চারা রোপণ করা ভাল। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেঃ মিঃ বা ১ ফুট এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১০ সেঃ মিঃ বা প্রায় ৪ ইঞ্চি রাখতে হবে। মেঘলা দিনে



চারা রোপন পদ্ধতিতে রোপনকৃত চারা

অথবা সন্ধ্যার আগে স্বল্প রোদ থাকে না তখন চারা রোপণ করা উচিত।

৪) সাধী ফসল পদ্ধতি

স্বল্প ব্যয় ও কম সময়ে পাট বীজ উৎপাদন "সাধী পাট বীজ উৎপাদন" পদ্ধতি, এই প্রযুক্তি যথেষ্ট টেকসই হলেও এর মূল সমস্যা অমিত্র প্রাপ্যতা। পাট বীজ ভিত্তিক শস্যক্রম উপযোগী জমির পরিমাণ খুবই কম। তাই কৃষকগণ নিজের পাট বীজের চাহিদা মিটানোর জন্য মরিচ, মূলা ও শীতকালীন সব্জীর সাথে সাধী ফসল হিসাবে এবং

শীতকালীন জমির চার ধারে চারা রোপণ করে বীজ উৎপাদন করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত কোন সারের প্রয়োজন হয় না।

নারী পাট বীজ উৎপাদনে সার ব্যবস্থাপনা

বিপ্রঃ- মাটির পুষ্টি উপাদান স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা করে প্রকৃত চাহিদানুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা আঁচড়া বা নিড়ি দিয়ে মাটি ঝরঝরে রাখতে হবে।

অনুমোদিত মাত্রার প্রয়োগযোগ্য সার

| জমির প্রকৃতি | ফসলের লক্ষ্যমাত্রা (কেজি/হেক্টর) | ইউরিয়া | টিএসপি | এমওপি | জিপসাম | ত্রিঃক সালাফেট | বোরন |
|--------------|----------------------------------|---------|--------|-------|--------|----------------|------|
| উচ্চ | ৫০০-৭০০ | ২০০ | ১০০ | ৪০ | ১০০ | ২২ | ১০ |
| মধ্যম | ৩০০-৫০০ | ১১০ | ৭৫ | ২০ | ১০০ | - | - |
| নিম্ন | ২০০-৩০০ | ৫০ | ২৫ | ২০ | - | - | - |

২য় কিস্তি সার প্রয়োগের ২/৩ দিন পূর্বে নিড়ানী দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। শেষ বা ৩য় কিস্তি সার প্রয়োগের পূর্বে তার এলবাব নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। বীজ ফসলে অবশ্যই রোপিত করতে হবে বা অব্যাহত গাছ তুলে ফেলতে

হবে। রোপিতগাছ গাছ শিকড়সহ উঠিয়ে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সার প্রয়োগ পদ্ধতি নারী পাট বীজে তিন কিস্তিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

১ম কিস্তি - ইউরিয়া সার ৪

অন্যান্য সার যেমন টিএসপি, এমপি, জিপসাম ইত্যাদি বীজ বপনের পূর্বে জমিতে শেষ চাষের সময় ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

২য় কিস্তি - ইউরিয়া সার বপনের ২০-২৫ দিন এবং ৩য় কিস্তি - ইউরিয়া সার বপনের ৪০-৪৫ দিন উপরি

প্রয়োগ করতে হবে। তবে উপরি প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রয়োগকৃত সার পাটের কাঁচি ভগা বা পাতায় না লাগে। সেজন্য ইউরিয়াকে কিছু শুকনো মাটি বা ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময়

(নারী অংশ ৮ এর পাতায়)

পাতার মাধ্যমে ধান গাছে ইউরিয়া/ নাইট্রোজেন প্রদান একটি কার্যকর পদ্ধতি বলে ব্রি এর গবেষণাতে প্রমাণিত

মোঃ আরিফ হোসেন খান, যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, রাজশাহী

আমার উল্লেখিত ধান চাষের ম্যাজিক গ্লোথ প্রযুক্তি (পাতার মাধ্যমে ইউরিয়াসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান প্রদান করে, কম ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ধান চাষ সংক্রান্ত) বিষয়টি ২০১০ সালের ২৩ মে তারিখ প্রথম বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে অবহিত করি। এরপর ২০১২ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, (বর্তমানে মাননীয় চেয়ারম্যান, বিএডিসি) মহোদয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উপস্থাপন করলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম মহোদর বলেন "ধান চাষে প্রচুর নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। ফলিয়ার স্প্রে মাধ্যমে তার কতটুকু যোগান দেওয়া সম্ভব এ নিয়ে বিতর্ক আছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য দেখা যায় ফলিয়ার স্প্রে মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তবে এটি নিয়ে গবেষণা করার বিষয়ে মত দেন"।

এদিনের উপস্থাপনার পরে মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এবিষয়ে একটি পরীক্ষার ফলাফল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রদান করা হয়। এই পরীক্ষাতে ধানের ফলন কিছু বৃদ্ধি এবং শতকরা ২৭ ভাগ ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমে যায়। কিন্তু রিপোর্টে ইউরিয়া সারের

ব্যবহার কমে যাবার বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নাই। এছাড়া ম্যাজিক গ্লোথের মধ্যে শতকরা ১০.৫১ ভাগ নাইট্রোজেন থাকলেও রিপোর্টে দুইটি নমুনা বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করেন ০.৩৫% এবং ০.৬৭% নাইট্রোজেন রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে (ধান গাছে পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া প্রদান সংক্রান্ত) অনেক বিতর্ক হয়েছে যা আমরা প্রায় সকল কৃষিবিন জানি। তবে মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিএইচ ১২৩ টি মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ইউরিয়া সার গড়ে হেক্টরে ৮৯.৭৫ কেজি দ্রোস এবং ফলন বৃদ্ধি গড়ে ৪৬৩.৮০ কেজি হয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলার ২২টি পরীক্ষাতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার দ্রোস হয়েছে শতকরা ২৯-৪০ ভাগ এবং ফলন বৃদ্ধি শতকরা ৫-১০ ভাগ। এছাড়া বিএডিসির বিভিন্ন খামারের পরীক্ষায় বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হয়। তদুপরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাজি মোঃ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও পাতার মাধ্যমে ধান গাছে ইউরিয়া প্রদান করে ইউরিয়া সারের ব্যবহার ব্যাপক পরিমাণ (প্রায় ৪০%) কমিয়ে যে অধিক পরিমাণ ধান চাষ করা সম্ভব তা প্রমাণিত হয়। তবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এবিষয়ে বিএআরআই আজ পর্যন্ত কোন পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করেন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা

ইনস্টিটিউটের গবেষণার ফলাফলেই জানা যায় যে, ধান চাষে পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া সার প্রদান করে আমান মৌসুমে শতকরা ২২ ভাগ এবং বোরো মৌসুমে ২৭ ভাগ (পড়ে শতকরা ২৪.৫ ভাগ) ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে ধানের ফলনে তেমন হেরফের হবে না। এই গবেষণাটি ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ১২-১৩ সালে ব্রি এর কৃষিতত্ত্ব বিভাগে সম্পন্ন হয়েছিল। এই বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রি এর পক্ষ থেকে গত ৯/২/১৪ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে ("22% urea in Aman season and 27% urea in Boro season could be saved without scarifying yield if 2/3 rd urea was applied as top dress along with 2-3 times urea spraying maintaining 3.5% urea solution instead of last top dress") ধান গাছের পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া/নাইট্রোজেন সহণের এই তথ্যটি আমাদের কৃষির জন্য অনেক বড় ধরনের গুরুত্ব বহন করে বলে মনে করি এবং ব্রিএর এই ফলাফলটিই আমাদের কৃষিতে (ধানসহ বিভিন্ন ফসলে) ইউরিয়া সারের ব্যবহারের বিষয়ে একটি আমূল পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া প্রদান কৌশল আমাদের দেশের কৃষিকে সম্পৃক্ত করলে যে লাভ হতে পারে।

১) ইউরিয়া সারের কৃত্রিম সংকটকালীন সমস্যা মোকাবেলার পাতার মাধ্যমে নাইট্রোজেন প্রদান খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। চাষিরা কখনও সার ব্যবসারীদের কাছে জিঞ্চি হবে না। যেমন যদি কোন চাষির ধানের জমিতে প্রদানের জন্য ২০ কেজি ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয় তবে সে, ২/৩ কেজি ইউরিয়া সার পাতার মাধ্যমে প্রায়গে করে তার ফসলকে অত্রত ৭/৮ দিন সুক্ষ্ম দিতে পারবে। বিষয়টি অন্যান্য সকল ফসলের জন্য প্রয়োজ্য হবে। প্রয়োজন শুধু বিভিন্ন ফসলে ইউরিয়ার ঘনত্বের বিষয়টি চাষিদের জানিয়ে দেওয়া। কারণ সকল ফসলের পাতা এক ঘনত্বের ইউরিয়া দ্রবণ সহ্য করতে পারে না।

২) এছাড়া সাময়িক ঘরা এবং জলাবদ্ধতার সময়ও ধান সহ অন্যান্য পাতার সময়মত নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বেশী ফলন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সাময়িক ভাবে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমে যাবে এবং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত হবে।

৩) জমাট বাঁধা ইউরিয়াতে যেহেতু নাইট্রোজেন এর পরিমাণ সঠিক মাত্রায় থাকে সত্বেও এই সার চাষিরা খুব সহজে তাদের জমিতে স্প্রে করে প্রয়োগ করতে পারবে।

৪) ধান সহ অন্যান্য সকল ফসলে পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া/ নাইট্রোজেন প্রদান করলে দেশে সর্বমোট প্রয়োজনীয় ইউরিয়া নিশ্চিত ভাবে ব্যাপক পরিমাণ কমে যাবে।

(বাকী অংশ ১৪ এর পাতায়)

পাতার মাধ্যমে ধানগাছে ইউরিয়া/নাইট্রোজেন প্রদান

(১৩ এর পাতার পর)

৫) প্রচুর গ্যাস শাশ্রয় হবে, অতিরিক্ত বিদ্যুত উপাদান করা সম্ভব হবে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, নতুন শিল্পের বিকাশ ঘটবে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং অধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬) দেশে ইউরিয়া সাহের সংরক্ষণ এবং পরিবহন ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে। মাটি, পানি এবং বাতাসের দূষণ কম হবে।

৭) আর যদি অর্থের হিসাবে (বাসনৈতিক) রাষ্ট্রীয় কাজের বিষয়টি ধরা হয় তবে তা কতকো হাজার কোটি টাকা হবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সে দেশের চাষীদেরকে ধান/ অন্যান্য ফসলে পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া সার স্প্রে করে প্রয়োগ করার কথা বলা হয় (সেখা যেতে পারে ডিডি কলকাতা থেকে প্রচারিত প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০টায় প্রচারিত কৃষি দর্শন, অনুষ্ঠানটি যা ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত)। বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে জানা যায় ভারত আমাদের থেকে কৃষি পবেষণার ক্ষেত্রে ৫০-৬০ বছর এগিয়ে রয়েছে। ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয় যদি তাদের দেশের চাষীদেরকে পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া প্রদান করে ইউরিয়ার ব্যবহার কমিয়ে দেবার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকে তবে আমরা কেন এতদিন এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করিনি? এ বিষয়ে আমি বলেছি যে, মাঠ পর্যায়ে ম্যাজিক হোথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ইউরিয়ার ব্যবহার কমিয়ে কিছু

অতিরিক্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। আর ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তির মাধ্যমে শতকরা ৩৫ ভাগ ইউরিয়া ব্যবহার কমিয়ে কিছু ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সাম্প্রতিক সময়ে উপস্থাপিত ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তির বিষয়ে চাষীদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। চলতি বোরো মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৬০০/৭০০ বিঘা পরিমাণ জমিতে এই প্রযুক্তিটি চাষি এবং নিএডিসির খামার পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। খিনাইল জেলার একজন চাষি ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তির মাধ্যমে ৩০ বিঘা জমিতে আশু চাষ করে বিষাতে ২০ কেজি ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করে প্রায় ৪০০ কেজি পরিমাণ বেশী আশু পেয়েছে। রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র এলাকার একজন চাষি ৩৫ বিঘা জমিতে ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তির মাধ্যমে ভুট্টা চাষ করছেন। সম্প্রতি তিনি জানান শতকরা ৩০ ভাগ ইউরিয়া সার সাশ্রয় করতে পেরেছেন। তার ফসলের অবস্থা খুব ভালো। ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তিটি কুমড়া পরিবারের বিভিন্ন সবজির উপরে আরও বেশি কার্যকর। মাটিতে বেশি পুষ্টি প্রদান করলেই যে বেশি পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে আসলে কিন্তু তা সত্য নয়। আমাদের সার দিতে হবে গাছের প্রয়োজন মত। মাটিতে সার প্রদান করলে তার অধিকাংশই অপচয় হয় পক্ষান্তরে পাতার মাধ্যমে পুষ্টি প্রদান করলে তার শতকরা ৯০ ভাগের চাইতে বেশি কার্যকর হয়। এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করছি।

একটি গাছের ১০০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ তৈরিতে ১৬টি

অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদানের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা শতকরা ৯৬ ভাগ তৈরি হয় যা গাছ সম্পূর্ণ প্রকৃতি থেকে (পানি এবং বাতাস) পেয়ে থাকে। অবশিষ্ট শতকরা ৪ ভাগের মধ্যে ২.৭ ভাগ তৈরি হয় অত্যাবশ্যকীয় গ্রাইমারী খনিজ খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের মাধ্যমে। ০.৫০ ভাগ তৈরি হয় অত্যাবশ্যকীয় সেকেন্ডারী খনিজ খাদ্য উপাদান ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং সালফারের দ্বারা। অবশিষ্ট ০.৮ ভাগ তৈরি হয় অবশিষ্ট ৭টি মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের মাধ্যমে।

বোরণ, ম্যাগনেসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ এর মাটিতে ব্যবহার শতকরা ১০০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া সম্ভব যা আমার দীর্ঘ দিনের পাতার মাধ্যমে গাছকে খাদ্য প্রদান কৌশল নিয়ে গবেষণা করার অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। আশা করি এ বিষয়ে সম্মানিত গবেষণাগার গবেষণা করবেন। এ সংক্রান্ত নেট থেকে প্রাপ্ত এমন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করলাম। www.alpineplantfoods.com দ্বারা মাধ্যমে আমরা জনতে পারব যে বিভিন্ন পুষ্টি

| POUNDS OF SOIL APPLIED NUTRIENT'S REPLACED BY ONE POUND OF FOLIAR APPLIED NUTRIENT | | |
|--|--------|------|
| NUTRIENT | FOLIAR | SOIL |
| H | 1 | 4 |
| P | 1 | 20 |
| K | 1 | 6 |
| S | 1 | 5.7 |
| B | 1 | 30 |
| Cu | 1 | 12 |
| Mn | 1 | 30 |
| Mg | 1 | 75 |
| Zn | 1 | 12 |

সুতরাং আমরা যদি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ইউরিয়া সারকে ধান গাছে মাটিতে এবং পাতার মাধ্যমে ব্যবহার করে গাছের পুষ্টির/নাইট্রোজেনের চাহিদার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারি তা হলে অল্প পরিমাণ সারের ব্যবহারের মাধ্যমেই কৃষিক ফলন পাওয়া সম্ভব। পাতার মাধ্যমে গাছকে খাদ্য প্রদান কৌশল অবলম্বন করলে যে শুধু ইউরিয়া সাহের ব্যবহার কমানো যায় তা কিন্তু নয়, এভাবে সকল সারের ব্যবহার কমানো সম্ভব। বিশেষ করে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট জিন্স,

উপাদান পাতার মাধ্যমে প্রয়োগ এবং মাটির মাধ্যমে প্রয়োগের তুলনামূলক অবস্থান কেমন। আমেরিকাতে ১৮৪৪ সালে প্রথম পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদান করা হলেও এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে পুষ্টিভিত্তিক হয় ১৯৫০ সালে। মিসিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির দুইজন বিজ্ঞানী সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ করেন যে পাতার মাধ্যমে গাছকে খাদ্য প্রদান একটি কার্যকর পদ্ধতি।

(বাকী অংশ ১৪ এর পাতায়)

পাতার মাধ্যমে ধানপাছে ইউরিয়া/নাইট্রোজেন প্রদান

(১৪ এর পাতার পর)



এরপর থেকে উন্নত বিশ্ব পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদানের এই বিষয়টিকে তাদের কৃষিতে ব্যাপক ভাবে সম্পৃক্ত করেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে তারা বর্তমানে বিমান, হেলিকপ্টার এবং ব্লুম স্প্রেয়ার ব্যবহার করছেন। আমরা এই প্রযুক্তির বিকাশে বা প্রয়োগে কোন অবস্থায় রয়েছি সে বিষয়টির বিচার করার ভার বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত গবেষকগণের উপরেই ছেড়ে দিলাম। তবে আমি শুধু এটুকু বলার মত এই দশকে কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু মাধ্যমে যেমন দেশের কৃষিক্ষেত্রে একটি বিপ্লব সাধিত হয়েছে তেমনি বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের কৃষি ক্ষেত্রে পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদান করে ফসল উৎপাদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে বাস্তবায়ন করলে তা আমাদের দেশের কৃষিতে আর একটি নতুন বিপ্লবেব সূচনা করবে। কারণ বর্তমান সময়ে শুধু রাসায়নিক সার নির্ভর ফসল অবাদের কারণে আমাদের মাটির উর্বরা শক্তি আর আগের মত অবস্থায় নেই,

বিশেষ করে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টে এর অবস্থা খুবই খারাপ। বাজারে যে সকল মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশই ভেজাল ভরা যা এসআরডিআই এর পরীক্ষার ফলাফল থেকেই জানা যায়। বিদেশের বড় বড় খামারে ছুটী চাষ করার পরে শুধু ছুটী সংগ্রহ করে পাছের যাবতীয় অংশ মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আর আমরা ছুটীসহ সম্পূর্ণ পাছটিই জমি থেকে তুলে নিয়ে আসি। বিষয়টি প্রায় সকল ফসলের ক্ষেত্রে একই রকম। "আমরা জমির হিস্যা দেই না"। এভাবেই আমাদের জমি অনুর্বর হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট এর ঘাটতি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে যা সার দিয়েও সঠিক ভাবে পূরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। এসআরডিআই রাজশাহী ল্যাবের পরীক্ষার ফলাফলটি দেখা যেতে পারে।

শেষকথাঃ- দেশের কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, সো,

এবং প্রতি একক পরিমাণ জমি থেকে অধিক পরিমাণে কসল উৎপাদন করতে হবে। এ বিষয়টি শুধু গবেষকগণ নয় আজ সাধারণ মানুষও চিন্তা করছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে সচেতন রয়েছেন, সক্ষম হচ্ছেন। যেমন জনাব মোঃ মামুন-উর-রশিদ, প্রাক্তন উপপরিচালক মানিকগঞ্জ ধানের শুষ্ক বীজ তলা তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে ধানের চারাকে কোস্ট ইনসুরী থেকে রক্ষা করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এই উদ্ভাবনের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক-২০১২ পেয়েছেন। হরিপদ কাপলির হরিধানের কথা আমরা সকল কৃষিবিদই জানি। ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে সৌখিন গবেষক রাজশাহী কলেজের তালোয়ের নূর মোহাম্মদ এর বিষয়টিও আমরা অনেকেই জানি। সুতরাং এ বিষয়ে সামর্থ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি নাগরিকের এগিয়ে আশা উচিত বলে মনে করি।

এবং প্রতি একক পরিমাণ জমি থেকে অধিক পরিমাণে কসল উৎপাদন করতে হবে। এ বিষয়টি শুধু গবেষকগণ নয় আজ সাধারণ মানুষও চিন্তা করছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে সচেতন রয়েছেন, সক্ষম হচ্ছেন। যেমন জনাব মোঃ মামুন-উর-রশিদ, প্রাক্তন উপপরিচালক মানিকগঞ্জ ধানের শুষ্ক বীজ তলা তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে ধানের চারাকে কোস্ট ইনসুরী থেকে রক্ষা করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এই উদ্ভাবনের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক-২০১২ পেয়েছেন। হরিপদ কাপলির হরিধানের কথা আমরা সকল কৃষিবিদই জানি। ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে সৌখিন গবেষক রাজশাহী কলেজের তালোয়ের নূর মোহাম্মদ এর বিষয়টিও আমরা অনেকেই জানি। সুতরাং এ বিষয়ে সামর্থ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি নাগরিকের এগিয়ে আশা উচিত বলে মনে করি।

At a glance Fertilizer Analysis of SRDI, Rajshahi Lab.

| Sl No | Name of fertilizers | No. of fertilizers analyzed | No. of Quality fertilizers | No. of adulterated fertilizers | %Quality fertilizers | % Adulterated fertilizers |
|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Urea | 21 | 19 | 2 | 91 | 9 |
| 2 | TSP | 141 | 127 | 14 | 90 | 10 |
| 3 | RSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 4 | DAP | 135 | 121 | 14 | 90 | 10 |
| 5 | MP | 153 | 146 | 7 | 95 | 5 |
| 6 | Zn | 354 | 50 | 304 | 14 | 86 |
| 7 | B | 188 | 92 | 96 | 49 | 51 |
| 8 | Mixed fertilizer | 20 | 1 | 19 | 5 | 95 |

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয় :
ধান : চাষী ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে আগ দিয়ে বা পান্য করে না রেখে পরিষ্কার ওকনো উঠানে প্রেসার দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ ও ধানের রঙ ও রস ভাল থাকে। এতে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ব্রি উল্লাবিত প্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক বরচ অনেক সশ্রয় করা সম্ভব। নিচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিশ্রমে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে।

এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপণ করা যায়। আগে লাগানো আউশ ফেড়ের আগছায় নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধারণ বুঝে সারের উপরি প্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আমন আমন মৌসুমে কি ধরণের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে কেড়ে রোন দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফসলশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ত্রিধান-৩০, ত্রিধান-৩৪, ত্রিধান-৪১, ত্রিধান-৪৯, বিনাধান-৭ জাত ফসল লেন।

পাট : পাটের জমিতে এ সময় আগছা পরিষ্কারও করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। ফাল্গুনী ভোষা

পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপবি প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সময় জমিতে বিহা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমণ করতে পারে। ডিমের গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

ভাল ও তৈল : বাদাম, সরষি, ফেলন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ব হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ব ফসল কেটে এনে ভাল ভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম তকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাতজনিত কারণে বীজের অংকুরোদপম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংগৃহিত বীজ ভাল করে শুকিয়ে অর্থাৎ ৯-১০ শতাংশ এনে বায়বীয় পরিষ্কার পায়ে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলমূল : আম, জাম, লিচু, কাঁঠালনহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফলগুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক নৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের পায়ে কোন আঘাত বা আচড় না পড়ে। ফল সংগ্রহ করে পঁচা ও নিষ্কমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাস্ত্র বা প্রাস্তিকের মুড়িতে ফল বাজারজাত করতে হবে। এতে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।

শাকসব্জী : বৈশাখে লাগানো টেঁড়শ, বেগুন, করলা, খিংশা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, গুলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টি কুমড়া, লাগশাক, পুঁইশাক অন্যান্য সব্জীর বহু নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের ওঁড়ি হতে একটু দূরত্বে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ

মাসেও উপরোক্ত সব্জীর আবাদ শুরু করতে পারেন।
আষাঢ় মাসে কৃষিতে করণীয় :

ধান : সময়মত রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজ তলায় আমন বীজ বপণ করতে হবে। বন্যার পানিতে তড়িয়ে যায় না এমন জমি বীজতলায় জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা পুটে থেকে থেকে কাটা করে বীজতলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশপাশি দুটি পুটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ও ইঞ্চি নাশা রাখতে হবে। এ ভাবে তৈরি বীজতলায় সুস্থ সবল, বালইমুক্ত ৮০% গুণানো ক্ষমতা সম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে।

যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০% পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-বাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিন্তা-মুড়ি দুখাদু ও বাজারে চাহিদা থাকার চাষি ভাই ও এ কাজে একটু কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

পাট : পাটের জমিতে এ সময় বিহে পোকা, ঘেড়া পোকা, সেগে পোক, ফুসে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোপসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমের গাদা বা ছোট হার্ডা নয়েত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমর্থিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় যেখানে তার আগেই পচি কাটা বেতে পারে।

ছুটী : পরিপক্ব হবার পর খরিফ- ১ এ লাগানো ছুটার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংগৃহিত ছুটার মোচা কেটে দরের বারান্দায় বা ছেতরে শুকিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাক-সব্জী : গ্রীষ্মে লাগানো ডাটা, পুঁই, খিঙ্গা, শসা, কুমড়া, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সব্জীর বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিষ্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শেকড় ভেঙ্গে না যায়। মনে রাখতে হবে, লতানো সব্জীর পাতা বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যাবে। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সম্পন্ন লতায়/পাতায় ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাতা কেটে দিলে তড়াতাড়ি ফল ফল ধরে।

পাছ-পাছাশি : বৃষ্টি রোপণের উপযুক্ত সময় আষাঢ় মাস। এ মাসে লাগানো চারা শীত শুরু আগেই নিজেদের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলেই সময় পায় বলে জনকো মৌসুমে ঘরে না। রোপণের জন্য বিশ্বস্ত সূত্র হতে ভাল জাতের আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি ফলের চারা নির্বাচন করতে হবে। বনজ বৃক্ষের মধ্যে মেহগনি, সেগুন, আকাশিয়া, শিঙা, নিম্ব ইত্যাদি রোপন করা যেতে পারে। সুস্থ সবল চারা প্রজাতিভেদে ৪-৮ মিটার দূরে দূরে লাগানো যায়। এক ফুট গভীরতায় গর্ত করে প্রতি গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, টিএসপি ৭৫০ গ্রাম, এমওপি ৫৫০ গ্রাম এবং জিপসাম ৫০০ গ্রাম ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে রেখে ৫-৭ দিন পর রোপন করতে হবে। চারা রোপন করে শূন্য হুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পরে কয়েকদিন সকাল-বিকাল ঝাঁঝি দিয়ে পানি দিতে হবে।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম



Incotec Seed coating Technology এবং Advance Technology of seed Quality Enhancement কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনজিনি

সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনজিনি



সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সমন্বয় সভায় বাংলাদেশকারীদের দেখা যাবে



চিত্রে বিভূতিসিঁ'র কার্যক্রম



পাবতনীর বীজ ভবনে চাল ও তৈলবীজ বিভাগ অয়োজিত চাল ও তৈল বীজ প্রতিয়োজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনজিপি



চাল ও তৈল বীজ প্রতিয়োজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

বীজ বিতরণ বিভাগের সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনজিপি



বিভূতিসিঁ'র মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন গণভবনে লোক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী পরিদর্শনকালে সাংগঠনিক নিবেদন সনদ্যা পরিচালক (ফুলসেচ) জনাব মোঃ আতাউর রহমান, প্রধান ইকো-শক্তি (ফুলসেচ) জনাব মোঃ মলিকুল রহমান, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুল্লাহ রহমানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ৩ সিনিয়র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে দেখা যাচ্ছে

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম



কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে
আয়োজিত এডিপি'র সভায় সভাপতিত্ব
করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব
মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনজিপি



বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত
এডিপি'র সভায় সভাপতিত্ব করছেন
সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির
উদ্দিন আহমেদ এনজিপি



বিএডিসি'র মাধ্যমে গণভবনের
লোক পুনঃখনন কার্যক্রম

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম



বিএডিসি'র মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গণতবনে লোক পুনঃখনন কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৩, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এবং সিস্টোলাইন, ৫১, নরায়নীন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

